দৈনিক
ইনকিলা

তারিখ 5 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# সুশিক্ষা বর্ষ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চলতি ২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে তিনি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, একুশ সতকের প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে শিক্ষার অবনত মান, তার প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি-অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, একদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত নয়, অন্যদিকে শিক্ষার মানে কোনো সমতা নেই। এ কারণে শিক্ষা খাতে বেকারের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কমসংখ্যক শিক্ষিতই সাফল্যের পরিচয় দিতে পারছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি শনাক্ত এবং দূর করতে হবে।

একথা বলা বাহুল্য, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা জাতীয় দাবী। নানা কারণে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষার মানে দুঃখজনক অবনতি ঘটেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান সাধনার স্পৃহা হ্রাস পেয়েছে, নকলপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখাপড়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও তত্ত্বাবধানের ঘাটতি রয়েছে। এর সঙ্গে শিক্ষকদের অবহেলা, অনীহা ও অনুপযুক্ততা যুক্ত হয়েছে। অভিভাবকরাও আর আগের মতো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে না। মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বইয়ের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে। পরীক্ষায় নকলের সুযোগ সম্পূর্ণ রহিত করতে হবে, নকলপ্রবণতা রোধ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে অপরাজনীতি, সন্ত্রাস ও হানাহানিমুক্ত করতে হবে। এই পবিত্র অঙ্গনকে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও অভয়ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্তি বিশেষভাবে নির্ভর করে শিক্ষকের ওপর। তিক্ত হলেও স্বীকার করতে হচ্ছে, একশ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষাদান অপেক্ষা ভিন্ন কাজে ও বাড়তি অর্থ রোজগারের জন্য ব্যস্ত থাকেন। এছাড়া তাদের মধ্যে এক ধরনের অনীহা ভাবও লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকতা যে কেবল মাত্র চাকরি নয়, উপার্জনের মাধ্যম নয়, আরও কিছু এবং তা যে একটি পবিত্র পেশাও বটে, এই ধারণা থেকে এই শ্রেণীর শিক্ষক অনেক দূরে চলে গেছে। অনেক শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কাজে পুরোপুরি নিয়োজিত করতে হবে। তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে। নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, সৎ, পরিশ্রমী শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি অভিভাবকেরই দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থী প্রতিদিন কি পড়ছে, কি করছে তার খোঁজ-খবর রাখা তাদের কর্তব্য। এই নজরদারি ও তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে।

আমরা সকলেই সুশিক্ষা চাই, মানসম্পন্ন শিক্ষা চাই। এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে তখনই যখন পাঠ্যসূচী মানসম্পন্ন হবে। আমাদের পাঠ্যসূচী নিয়ে নানা বিতর্ক ও প্রশ্ন রয়েছে। এরূপ পাঠ্যসূচী আমাদের প্রয়োজন যাতে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিপ্রেম শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হয়। শিক্ষার অন্যতম মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক, আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে তার ব্যক্তিজীবনকে উন্নত, মহৎ ও সততানিষ্ঠ করা। বস্তুত যে শিক্ষা দেশ-জাতি নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি এবং জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ ও প্রীতি জাগ্রত করে না, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মানবিক, আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর প্রবৃদ্ধি ঘটায় না, সে শিক্ষা পদবাচ্য হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী এসব বৈশিষ্ট্যবর্জিত শিক্ষাকে কুশিক্ষার নামান্তর বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষার নামে এই কুশিক্ষা আমরা চাই না। আমাদের দাবী ঃ পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে হবে। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার নিরিখে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী রাতারাতি মানসম্পন্ন শিক্ষা চাননি। তিনি আগামী এক বছরে ন্যূনতম মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা চেয়েছেন। শুরুটা এভাবেই হতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্যোগী হলে, দায়িত্বশীল ও তৎপর হলে খুব ভালোভাবে শুভ সূচনাটি আমরা করতে পারি। বর্তমান সরকার দ্রুত শিক্ষাবিস্তারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও তৎপর। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠন অসম্ভব। সরকার সে কারণেই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের নগদ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা ফ্রি ও মেধাবীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বিনামূল্যে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার ও সুচারু করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচী প্রকৃতপক্ষে কোনোই কাজে আসবে না যদি না আমরা মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারি। কেবল শিক্ষা নয়, সুশিক্ষাই কাম্য। জাতীয় স্বার্থে ও কল্যাণে সুশিক্ষার বিকল্প নেই।